দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 2 NOV 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

35

স্কুলে অর্থ আদায়ের ফন্দি-ফিকির

আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থা নানা মহল থেকে সমালোচিত হয়ে আসছে। কিভাবে শিক্ষা দেয়া হবে, শিক্ষার উদ্দেশ্য কী ইত্যাদি তাত্ত্বিক আলোচনা তো আছেই। তার ওপর শিক্ষা এখন দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে। কারণ শিক্ষার ব্যয় বাড়ছে। মধ্যবিত্ত অভিভাবকদের পক্ষে এই ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। শিক্ষার ওপর এ ধরনের আলোচনায় যখন আসর সরগরম, তখন নিউজপ্রিন্টের দাম আরেকদফা বাড়িয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে সকল মহল থেকে সমালোচনার ঝড় উঠল। শিক্ষা সংকোচন তো অবধারিত, এটাই ছিল সকল মহলের অভিমত। ছাত্ররা নিউজপ্রিন্টের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে একদিন ধর্মঘট পালন করেছে। বই-খাতার দাম বেড়েছে। নিম্ন-মধ্যবিত্তদের সংসার চালাতে দ্রব্যমূল্যের বাজারে অভিশাপ। সেখানে যদি বই-খাতার জন্য আরও বাড়তি পয়সা গুনতে হয় তাহলে তো স্কুলে ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়বে। এ ধরনের সমালোচনায় শিক্ষক সমাজও গলা মিলিয়েছেন সঙ্গতভাবেই।

আর এসব সমালোচনা বাজার পায়। কারণ লক্ষ্য তার সরকার। বিরোধী ভূমিকা নিলে খুব সহজেই প্রশংসা জোটে। কারণ শিক্ষাব্যবস্থার একটা বড় অংশ জুড়ে আছে শিক্ষার জন্য ব্যয়ের বিষয়টি। শিক্ষার উপকরণের দাম বাড়লে, স্কুল-কলেজে বেতন বাড়ানো হলে, সেই বাড়তি ব্যয়ের বোঝা অভিভাবকদের বহন করতে হয়। আর সরকারী নীতি ও কাজের ফলেই জীবনের সর্বস্তরে অপরিহার্য জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে।

কিন্তু যখন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্র ভর্তির শর্ত হিসেবে স্কুলে ডোনেশনের শর্ত জুড়ে দেয় এবং ঠাঁই শূন্য স্কুলে ডোনেশনের বিনিময়ে কেউ ছাত্র ভর্তি করতে পারেন, তখন শিক্ষাব্যবস্থার এদিক নিয়ে খুব বড় একটা কথা শোনা যায় না। কথায় আছে, কাকের মাংস কাকে খায় না। বোধ হয় এই প্রবাদবাক্যটি স্মরণ করেই তারা নীরব থাকেন। সম্প্রতি একটি স্কুলে ছাত্রদের মার্কশীট ও প্রশংসাপত্র আনতে গিয়ে সেলামি দিতে হচ্ছে। প্রকাশিত এক চিঠিতে দেখা যায় একজন ছাত্রীকে এসএসসি পরীক্ষার ফল ও প্রশংসাপত্র আনতে গিয়ে ৫০ টাকা দিতে হয়েছে। এককথায় টেণ্ডারপত্রের মত এগুলো তাকে কিনতে হয়েছে। এযাবৎ কোন স্কুল এসএসসি'র মার্কশীট ও প্রশংসাপত্রের বিনিময়ে টাকা দাবী করেনি। যে স্কুলটি এ অভিনব নিয়ম চালু করেছে, সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে হঠাৎ করে কেন মার্কশীট ও প্রশংসাপত্রের বিনিময়ে অর্থ দাবী করা হয়েছে তার কোন কারণ দেখানো হয়নি। বোর্ড তো মার্কশীট বিনামূল্যে সরবরাহ করে থাকে। এর জন্য অর্থ দাবী কতটা যুক্তিসঙ্গত? আর অন্যান্য স্কুল যেখানে করেনি, সেখানে একটি স্কুল কেন তা প্রবর্তন করল। পত্রলেখক বেশ তিক্ততা নিয়েই বলেছেন 'যারা সমাজ গড়ায় লিপ্ত তারাই বেশী সুযোগসন্ধানী।'

স্কুলের পক্ষ থেকে কোন যুক্তি দেখানো হয়নি এভাবে 'মার্কশীট ও প্রশংসাপত্র' বিক্রি করার জন্য। হয়তো উক্ত স্কুল কর্তৃপক্ষ মনে করেছেন নামী-দামী স্কুল যদি ডোনেশনের নামে হাজার হাজার টাকা 'সেলামি' নিতে পারে, সেক্ষেত্রে তারা কী দোষ করল। তারা তো আর গলাকাটা রেট ধরেনি। এ যুক্তি হয়তো মানা যেত যদি না এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা সংঘবদ্ধ হয়ে উপকরণের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে ইতিপূর্বে ছাত্রদের সঙ্গে গলা মিলাতেন।

ডোনেশন প্রথা প্রথম একটি নামকরা স্কুলে শুরু করার পর বেশ কয়েকটি নামকরা স্কুল তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে শুরু করে। যারা খ্যাতির অভাবে এযাবৎ গুমরে মরছে এবং মোটা অংকের ডোনেশন আদায়ের মত সুফল তারা অর্জন করতে পারেনি, তারা দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর মতই মার্কশীট ও প্রশংসাপত্রের জন্য মাত্র ৫০ টাকা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকছেন। কেউ যদি ব্যাপারটা এভাবে দেখতে চান, তাদের কিভাবে বোঝানো যাবে?

সৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণের ক্ষেত্রে লোকের অভাব চোখে পড়ে। কিন্তু অর্থাগমের নিত্য নব নব ফন্দি যদি কেউ উদ্ভাবন করে, তা অনুসরণের লোকের অভাব হয় না। সংশ্লিষ্ট এই স্কুলের দৃষ্টান্ত যে অন্যান্য স্কুল অদূরভবিষ্যতে অনুসরণ করবে না, তার নিশ্চয়তা কি?

সবচেয়ে বড় কথা হল শিক্ষার উপকরণের দাম বৃদ্ধির জন্য সরকারী নীতি ও কর্মপদ্ধতিকে দায়ী করে যখন উঁচু গলায় ধিক্কার দেয়া হয়, আর তাতে সামিল হয়ে তারপর যদি সীমিত ক্ষেত্রে হলেও একই পথে পা বাড়ান কেউ, তার কী প্রতিবাদ করার নৈতিক দিকটি দুর্বল হয়ে পড়ে না?